ভোরের কাগজ
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...
NOV 15 2002

ঢা.বি জিমনেসিয়াম থেকে সেনাবাহিনী কবে যাবে?

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়ামে সেনাবাহিনী অবস্থান নিয়ে থাকায় শরীরচর্চা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সেনবাহিনী কবে জিমনেসিয়াম থেকে যাবে সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিংবা সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কিছুই জানা যায়নি।

সেনাবাহিনী জিমনেসিয়ামে অবস্থান নেওয়ার পর থেকে সেখানে শরীরচর্চার জন্য কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা এটিকে তাদের অধিকার হরণ বলে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে অবস্থানরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও বিরাজ করছে এক ধরনের চাপা আতঙ্ক।

সরকার দেশব্যাপী সন্ত্রাস দমন ও অস্ত্র উদ্ধারের জন্য গত ১৬ অক্টোবর মধ্য রাতে সেনাবাহিনী নামানোর পরদিন ১৭ অক্টোবর সকালে সেনাবাহিনীর ৩০০ সদস্য জিমনেসিয়ামে অবস্থান নেয়। আর ঐ দিন থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে জিমনেসিয়ামে শরীরচর্চা। সেখানে জিমনেসিয়ামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়া অন্য কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হয় না। জিমনেসিয়ামের পরিচালক এবং সংশ্লিষ্টদের একটি রুম ছাড়া বাকি সবগুলোতেই সেনাবাহিনী অবস্থান নিয়েছে। স্টেডিয়ামের দর্শক গ্যালারি এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের রাত্রি যাপনের জন্য যে ৬টি রুম রয়েছে সেখানেও থাকছেন সেনা সদস্যরা। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বাইরে থেকে আগত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রতিটি রুমের জন্য ৩০ এবং ৪০ টাকা ভাড়া দিলেও সেনাবাহিনীর সদস্যরা কোনো ভাড়া দেন না। এ ছাড়া স্টেডিয়ামের মাঠে সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত গাড়িগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার কারণে খেলাধুলায়ও বিঘ্ন ঘটছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র এসব তথ্য জানিয়ে বলেছে, সেনাবাহিনী জিমনেসিয়ামে আসার আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই সেখানে অবস্থান নিয়েছে। তবে কারো কোনো প্রয়োজন হলে সেনাবাহিনীর অনুমতি নিয়ে ভিতরে ঢুকতে হবে। জিমনেসিয়ামে প্রবেশের মূল গেটে সার্বক্ষণিক থাকে সেনা সদস্যদের সতর্ক পাহারা।

দীর্ঘ ২২ দিন পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, জিমনেসিয়ামের পরিচালক, সেনা সদস্যরা সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারছেন না সেনা সদস্যরা আর কতো দিন জিমনেসিয়ামে অবস্থান করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ বলেছেন, সেনা সদস্যরা জিমনেসিয়ামে আর কতোদিন থাকবেন সে সম্পর্কে কিছুই জানি না। তবে

এরপর পাতা ১ কলাম- ৩

ঢা.বি জিমনেসিয়াম থেকে সেনাবাহিনী

● প্রথম পাতার পর

করা উচিত। ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শরীরচর্চার জন্য বিকল্প কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না জানতে চাইলে তিনি কোনো জবাব দিতে পারেননি।

জিমনেসিয়ামের পরিচালক আ. শ. ম. মোফাজ্জল হোসেন বলেছেন, সেনা সদস্যরা কতোদিন জিমনেসিয়ামে থাকবে তা আমি বলতে পারি না এবং সেনা সদস্যরাও জানেন না তারা আর কতোদিন সেখানে থাকবেন। তবে তিনি ছাত্র শিক্ষকদের শরীরচর্চা সম্পর্কে বলেছেন, আমার কাছে কিছু ছাত্র এসেছিল আমি তাদেরকে বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) জিমনেসিয়ামে শরীরচর্চার জন্য ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়ামের পরিচালকদের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তবে প্রতিদিন শরীরচর্চা করেন এমন অনেক ছাত্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, আমাদের নিজস্ব জিমনেসিয়াম থাকতে অন্যদেরটা ব্যবহার করবো কেন। ছাত্রছাত্রীরা বলেছেন, আমরা যাতে নিয়মিত ব্যায়াম করতে পারি সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত অতিসত্বর জিমনেসিয়াম ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া।

জিমনেসিয়ামে সেনা সদস্যদের অবস্থান নেওয়া প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, জিমনেসিয়াম হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের। এখানে কেন সেনাসদস্যরা থাকবে। ছাত্র-শিক্ষকদের শরীরচর্চার সুযোগ না দিয়ে তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত যতো শিগগির সম্ভব জিমনেসিয়াম ছাত্র-শিক্ষকদের শরীরচর্চার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক উপাচার্য বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল সেনা সদস্যদের অন্যকোনো স্থানে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া। ছাত্র-শিক্ষকদের অধিকার হরণ করার এখতিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা সেনা সদস্যদের নেই। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব জিমনেসিয়াম উন্মুক্ত করে ছাত্র-শিক্ষকদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো উচিত।

জগন্নাথ হলের ছাত্র মৃত্যুঞ্জয় জানিয়েছেন- জিমনেসিয়াম আমাদের জন্য। আমরা শরীরচর্চা করবো অথচ সেনাবাহিনী সেখানে অবস্থান নিয়ে আছে। ১৮ তারিখ বিকালে আমি প্রতিদিনের মতো ব্যায়াম করার জন্য গেলে সেনা সদস্যরা আমাকে প্রবেশ করতে দেয়নি। এ ছাড়া প্রতিদিন জিমনেসিয়ামে শরীরচর্চা করেন এমন একাধিক ছাত্র আহ্বান জানিয়েছেন, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব জিমনেসিয়াম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে তা আমাদের শরীরচর্চার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হোক।